ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ কিতাবুল হজ্জ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ)

প্রশ্ন: (৪৬৬) উমরার উদ্দেশ্যে বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করার বিধান কী?

উত্তর: যে ব্যক্তি হজ বা উমরার উদ্দেশ্যে মীকাত অতিক্রম করতে চায় সে যেন ইহরাম ছাড়া অতিক্রম না করে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মদীনাবসীগণ ইহরাম বাঁধবে যুল হুলায়ফা থেকে..।”[1] অর্থাৎ তাদের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা। বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম না করা। যদি করেই ফেলে তবে ওয়াজিব হচ্ছে মীকাতে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কা গমণ করা। এতে তাকে কোনো জরিমানা দিতে হবে না। কিন্তু যদি ফিরে না আসে এবং মীকাত অতিক্রম করার পর ইহরাম বাঁধে তবে বিদ্বানদের মতে তাকে ফিদইয়া দিতে হবে। আর তা হচ্ছে একটি ছাগল কুরবানী করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করে দেওয়া।

উড়োজাহাজে কীভাবে সালাত আদায় করবে এবং ইহরাম বাঁধবে?

উত্তর: প্রথমতঃ উড়োজাহাজে সালাত পড়ার পদ্ধতি:

১. নফল সালাতের পদ্ধতি হচ্ছে, বিমানের সিটে বসে বসেই সালাত আদায় করবে। ইশারার মাধ্যমে রুকু-সাজদাহ করবে। সাজদাহর জন্য রুকুর চাইতে একটু বেশি মাথা ঝুকাবে।

২. সময় হলেই উড়োজহাজের উপর সালাত আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু সালাতের নির্দিষ্ট সময় বা দু’সালাত একত্রিত করার সময় শেষ হওয়ার আগেই যদি বিমান অবতরণ করার সম্ভাবনা থাকে, আর যমীনে থাকাবস্থায় যেভাবে সালাত আদায় করতে হয় সেভাবে যদি বিমানের উপর সম্ভব না হয়, (যেমন, কিবলামুখী হওয়া, রুকু’, সাজদাহ, কওমা ও বসা প্রভৃতি করা যদি সম্ভব না হয়) তবে সেখানে ফরয সালাত আদায় করবে না, বরং অবতরণ করার পর যমীনে সালাত আদায় করবে।

যেমন, জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে বিমান উড্ডয়ন করল। এখন আকাশে থাকাবস্থায় মাগরিব সালাত আদায় করবে না। পরবর্তী এয়ারপোর্টে বিমান অবতরণ করার পর সালাত পড়বে; কিন্তু যদি দেখে যে, মাগরিব সালাতের সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তবে এশা সালাতের সাথে মাগরিবকে একত্রিত করার নিয়ত করে নিবে। অতঃপর অবতরণ করে মাগরিব সালাতকে দেরী করে এশার সময়ে একত্রিত আদায় করবে। কিন্তু যদি বিমান চলতেই থাকে- অবতরণের সম্ভাবনা না থাকে এবং এশা সালাতেরও সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা হয়, তবে বিমানের উপরেই সময় অতিক্রম হওয়ার আগেই মাগরিব ও এশা সালাত একত্রিত আদায় করে নিবে।

৩. বিমানের উপর ফরয সালাত পড়ার পদ্ধতি হচ্ছে, কিবলামুখী দণ্ডায়মান হয়ে তাকবীর দিবে। ছানা, সূরা আল-ফাতিহা ও অন্য কোনো সূরা বা আয়াত পাঠ করে রুকু করবে। রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে সাজদাহ করবে। নিয়ম মাফিক সাজদাহ করতে সক্ষম না হলে বসে পড়বে এবং বসাবস্থায় ইঙ্গিতের মাধ্যমে সাজদাহ করবে। সালাত শেষ করা পর্যন্ত এরূপই করবে। আর পূর্ণ সময় কিবলামুখী হয়েই থাকবে। কিন্তু কিবলা চিনতে না পারলে বা নির্ভরযোগ্য কেউ তাকে কিবলার সন্ধান দিতে না পারলে নিজ অনুমান ও গবেষণা অনুযায়ী সালাত আদায় করলে

কোনো অসুবিধা হবে না।

৪. উড়োজাহাজে মুসাফির সালাত কসর করবে। চার রাকাত বিশিষ্ট সালাত দু’রাকাত করে আদায় করবে।

দ্বিতীয়তঃ উড়োজাহাজে হজ বা উমরার ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি:

১. এয়ারপোর্টে আসার আগেই গোসল, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শেষ করবে এবং এয়ারপোর্টে এসে ইহরামের কাপড় পরিধান করবে।

২. প্লেন মীকাতের নিকটবর্তী হলে যদি ইহরামের কাপড় পরিধান না করে থাকে তবে পরিধান করবে।

৩. মীকাতের বরাবর হলেই অন্তরে নিয়ত করে হজ বা উমরার জন্য তালবিয়া পড়ে ইহরামে প্রবেশ করবে।

৪. মীকাতের বরাবর হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বেই যদি সতর্কতাবশতঃ বা খেয়াল থাকবে না এ ভয়ে ইহরাম বেঁধে নেয়, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই।

>

ফুটনোট

[1] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: মদীনাবাসীদের মীকাত।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=1140

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন